বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও কৃষি

Siddhartha Sankar Das

Instructor, P2A

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড

সংজ্ঞা: যখন মোট জনসংখ্যার ৫০% কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থাকে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখে তখন তাকে Demographic Dividend বলে।

কর্মক্ষম জনগণ: ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীগণ

১৫ - ৬৪

জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান

- মোট জনসংখ্যায় বিশ্বে: ৮ম
- জনসংখ্যার ঘনত্বে বিশ্বে: ৬ষ্ঠ/৯ম (WPR, WB)
- এশিয়ায়: ৫ম
- মুসলিম বিশ্বে: ৩য়/৪র্থ
- সার্কভুক্ত দেশে: ৩য়

জনসংখ্যা নীতি

- জনসংখ্যা নীতি প্রকাশ করে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- প্রথম জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণীত হয়: জুন, ১৯৭৬
- ২য় ও সর্বশেষ জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন: ২০১২ সালে

আদমশুমারি (অবিভক্ত বাংলা)

- ১৮৭২ অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি হয়। ব্রিটিশ **লর্ড মেয়োর** আমলে।

পাকিস্তান আমলে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৫১ সালে।

১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়।

আদমশুমারি- বাংলাদেশ

আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়: ১০ বছর পর পর (২য় শুমারি হয়-৭ বছর পর)

আদমশুমারি- বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এই পর্যন্ত আদমশুমারি হয়: ৬ বার

(১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, ২০২২)

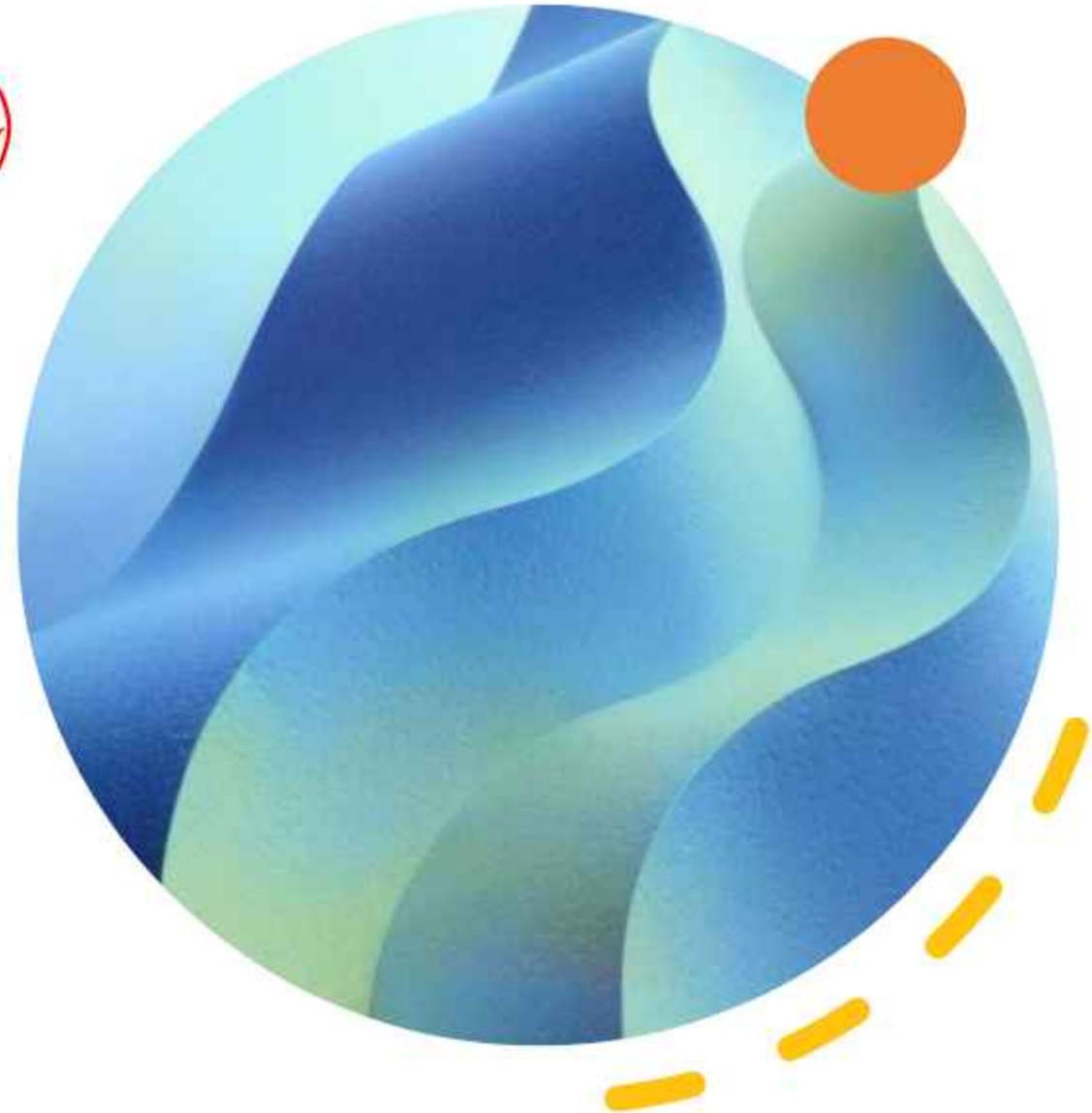

জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

- ৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম- জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ (Population and Housing Census-2022)
- গণনা হয়- ১৫-২১ জুন, ২০২২
- স্লোগান- জনশুমারি আয়োজন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন
- প্রতিপাদ্য- 'জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন
- জনশুমারি পরিচালনা করে- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
- জনশুমারিতে ব্যবহার করা হয়- GIS MAP [Geographical Information System MAP]

- তথ্য সংগ্রহ করে: ৪ লাখ গণনাকারী
- মূলত সংগ্রহ করা হয়েছে- গৃহ, খানা ও ব্যক্তির তথ্য
- ৩৫ ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়
- প্রথমবারের মতো যুক্ত করা হয়- তৃতীয় লিঙ্গ ও প্রবাসীদের
- গণনা শুরু হয়- ভাসমান মানুষদের দিয়ে
- জনশুমারি করে: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

কারিগরি সহায়তায়:

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)"

বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (বিবিএস)

আদমশুমারি পরিচালনা করে:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করার পাশাপাশি শুমারি মুহূর্তে যারা ডিউটিরত ও ভ্রমণরত থাকবেন তাদেরকে স্ব স্ব খানায় গণনাভুক্ত করা হবে। **জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করা হয়েছে।**

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা

১৬ কোটি ৯৮ লাখ

২৮ হাজার ৯১১ জন।

বিষয়	অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২
মোট জনসংখ্যা	১৭.১ কোটি	১৬.৯৮ কোটি (চূড়ান্ত)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৩%	১.১২%
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৭১	১১১৯
পুরুষ : মহিলা	৯৬.৩ : ১০০	৯৮.০৪ : ১০০
সাক্ষরতার হার	৭৭.৯%	৭৪.৮০%

শিশু-মহিলা অনুপাত

- ১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ মহিলার বিপরীতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।
- **শিশু-মহিলা অনুপাত: ৩৩২**

জনশুমারি-২০২২

- খানার গড় আকার : ৩.৯৮ জন
- শিক্ষার হার: ৭৪.৮০%

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন

ঘনত্ব বেশি: ঢাকা বিভাগে

ঘনত্ব কম: বরিশাল বিভাগে

জেলা হিসাবে ঘনত্ব কম: রাঙামাটি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি:

ঢাকা বিভাগে (আগে সিলেট ছিলো)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে কম: বরিশাল বিভাগে

CHOICE
উত্তম আকাশ পরিচালিত
ঢাকাইয়া পোলা
বরিশালের
সাইয়া
3
MILLION+
VIEWS
ACROSS YOUTUBE

সাক্ষরতার হার

- শীর্ষ বিভাগ: ঢাকা
- সাক্ষরতা কম: ময়মনসিংহ
- শীর্ষ জেলা: পিরোজপুর
- সর্বনিম্ন: জামালপুর

অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০২৪)

- স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে): ১৯.৪
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে): ৬.১
- শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে): ২৭
- মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলা): ২.১৭

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল: ৭২.৩ বছর

(অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

পুরুষ: ৭০.৮

মহিলা: ৭৩.৮

জনসংখ্যা সংক্রান্ত দিবস

২ জানুয়ারি	বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

শিশু ও কিশোর

- বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স: **০ থেকে ১৮ বছর**

- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা: **৭ থেকে ১৬ বছর**

কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

কিশোর (২টি)		কিশোরী (১টি)
১ম	২য়	১ টি মাত্র
টঙ্গী, গাজীপুর	পুলেরহাট, যশোর	কোনাবাড়ি, গাজীপুর

মেগাসিটি ও মেটাসিটি

মেগাসিটি	১ কোটির অধিক জনসংখ্যার শহর
মেটাসিটি	২ কোটির অধিক জনসংখ্যার শহর

Recap

উপজাতি (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

আদিবাসী
দিবস
৯ আগস্ট

৬ষ্ঠ জনশুমারি: ২০২২ অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা: ৫০টি

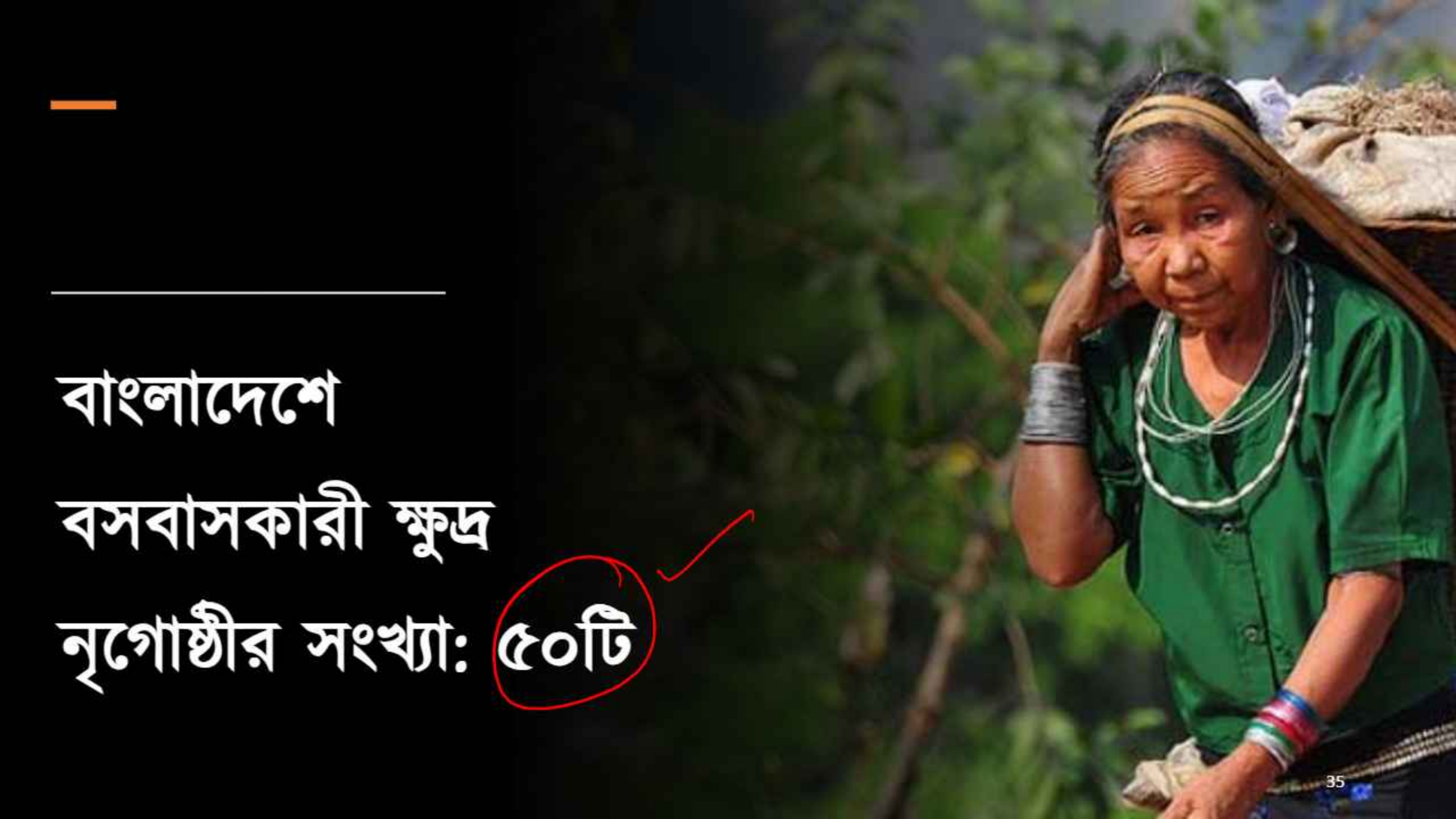

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি

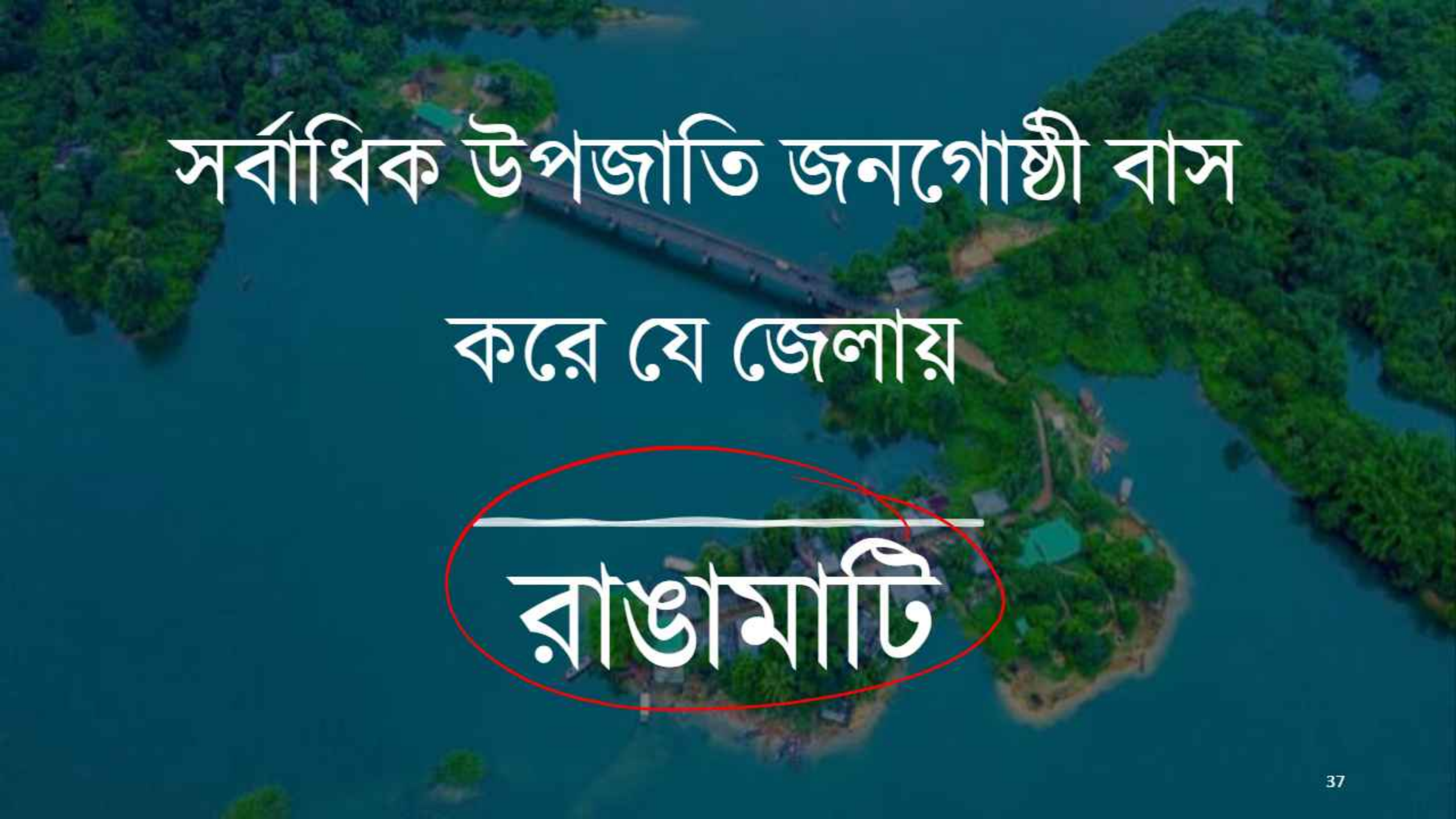

সর্বাধিক উপজাতি জনগোষ্ঠী বাস করে যে জেলায়

রাঙামাটি

সর্বনিম্ন সংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠী যে জেলায়

লালমনিরহাট (১১৮ জন)

- বাংলাদেশে উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা ৩২টি/৩৪ টি।

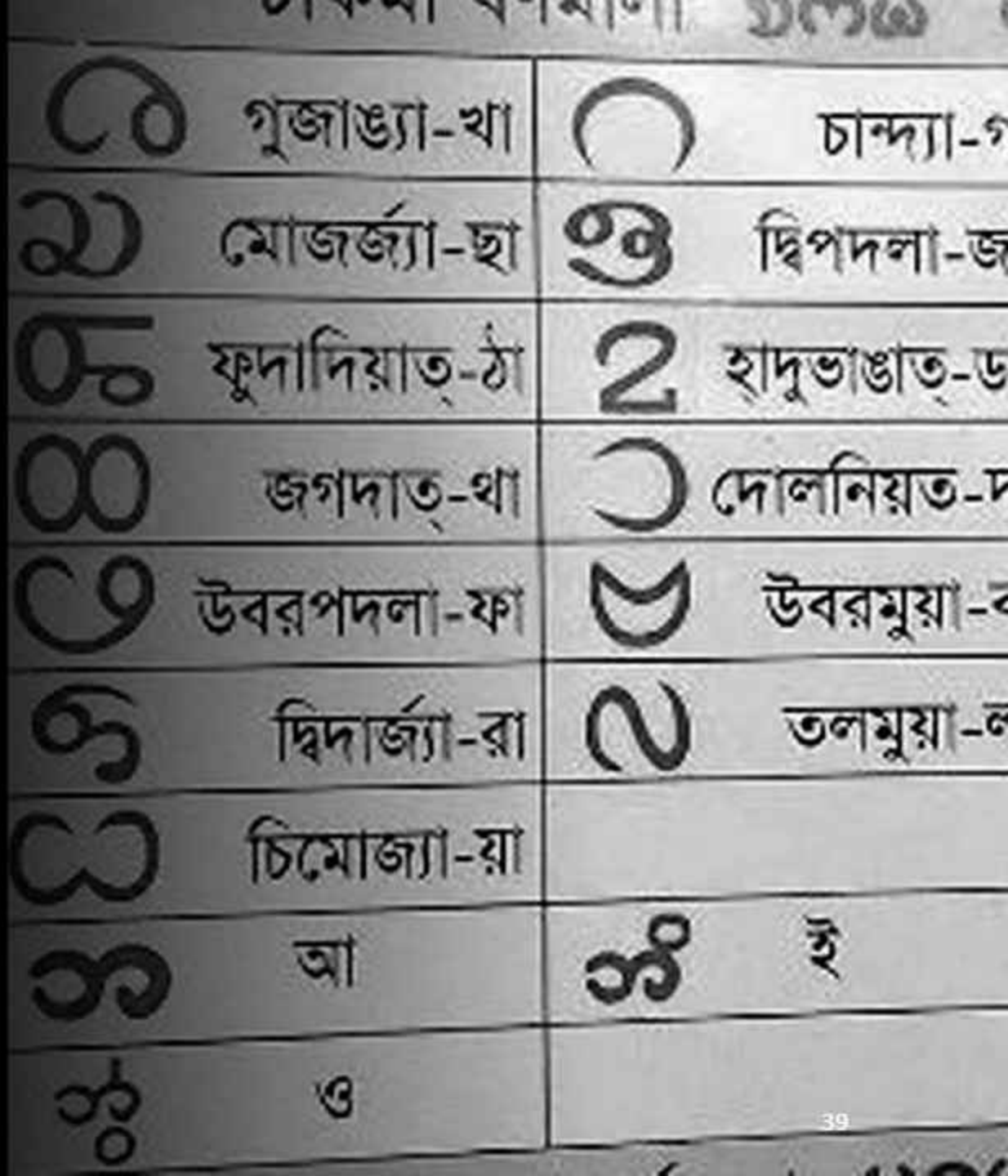

সংখ্যায় বৃহত্তম

উপজাতি গোষ্ঠী:

চাকমা

সমতলের বৃহত্তম আদিবাসি গোষ্ঠী সাঁওতাল

সংখ্যায়

- ১ম: চাকমা
- ২য়: মারমা
- ৩য়: ত্রিপুরা (আগে সাঁওতাল ছিল)
- ৪র্থ: সাঁওতাল (সমতলের বৃহত্তম উপজাতি)

সবচেয়ে কম জনসংখ্যার উপজাতি: ভিল (৯৫ জন) ও গুর্খা (১০০ জন)

চাকমাদের জীবিকা

- কৃষি
- চাষ পদ্ধতি জুম

মান্দি

- গারো উপজাতির প্রকৃত নাম

খাসিয়া এবং গারো

বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি

বাংলাদেশের একমাত্র উপজাতি প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। তিনি একজন মণিপুরী।

সবচেয়ে উচুঁ গ্রাম

পাসিংপাড়া

অবস্থান: কেওক্রাডং

বসবাস: মুরংদের

বাসস্থান

চাকমাদের বাসস্থান

রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল।

রাখাইন / মারমা

- মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমতল এলাকায় রাখাইন নামে এবং পাহাড়ি এলাকায় মারমা নামে পরিচিত।

- মগদের আদিনিবাস ছিল আরাকান(মিয়ানমার)

মারমা

৩ পার্বত্য জেলা

ছবি: মাচি চিং মারমা (৩৮ তম বিসিএস)

ত্রিপুরাদের বাসস্থান

খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চাক, খুমি, খিয়াং

বান্দরবান

বান্দরবান=মামু পাত্রী খুব চকচকে

- মারমা
- মুরং
- পাংখোয়া
- খুমি
- চাক

পার্বত্য "তিন জেলাতেই" বাস করে = ত্রিমাচা

- ত্রিপুরা, মারমা , চাকমা

গারো

- ময়মনসিংহ,

টাঙ্গাইল, শেরপুর,

নেত্রকোণা, সিলেট,

মৌলভীবাজার

হাজং

ময়মনসিংহ

ও নেত্রকোনা

হাহা গারো

- ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা এলাকায় = হাহা গারো [হাজং, হাদুই, গারো]

খামমু

সিলেটে = খামমু

চা-বাগানে

[খাসিয়া, মনিপুরী, মুন্ডা]

ওরাঁও

- রাজশাহী,
- রংপুর,
- দিনাজপুর

সাওতাঁলের বাসস্থান

রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়

রাজবংশী

রংপুর

রংপুরকে "সারাও"

রংপুর এলাকায় ৩টি উপজাতি

[সাঁওতাল, রাজবংশী, ওরাঁও]

কোল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

রাখাইন, মগ

- পটুয়াখালী,
- বরগুনা,
- কক্সবাজার

উপজাতীয়

ভাষা, বর্ণমালা ও সাহিত্য

ইন্দো-আর্য পরিবারভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম

চাকমা ভাষা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কোন ভাষাকে যুক্ত করে ফেসবুক?

চাকমা ভাষা

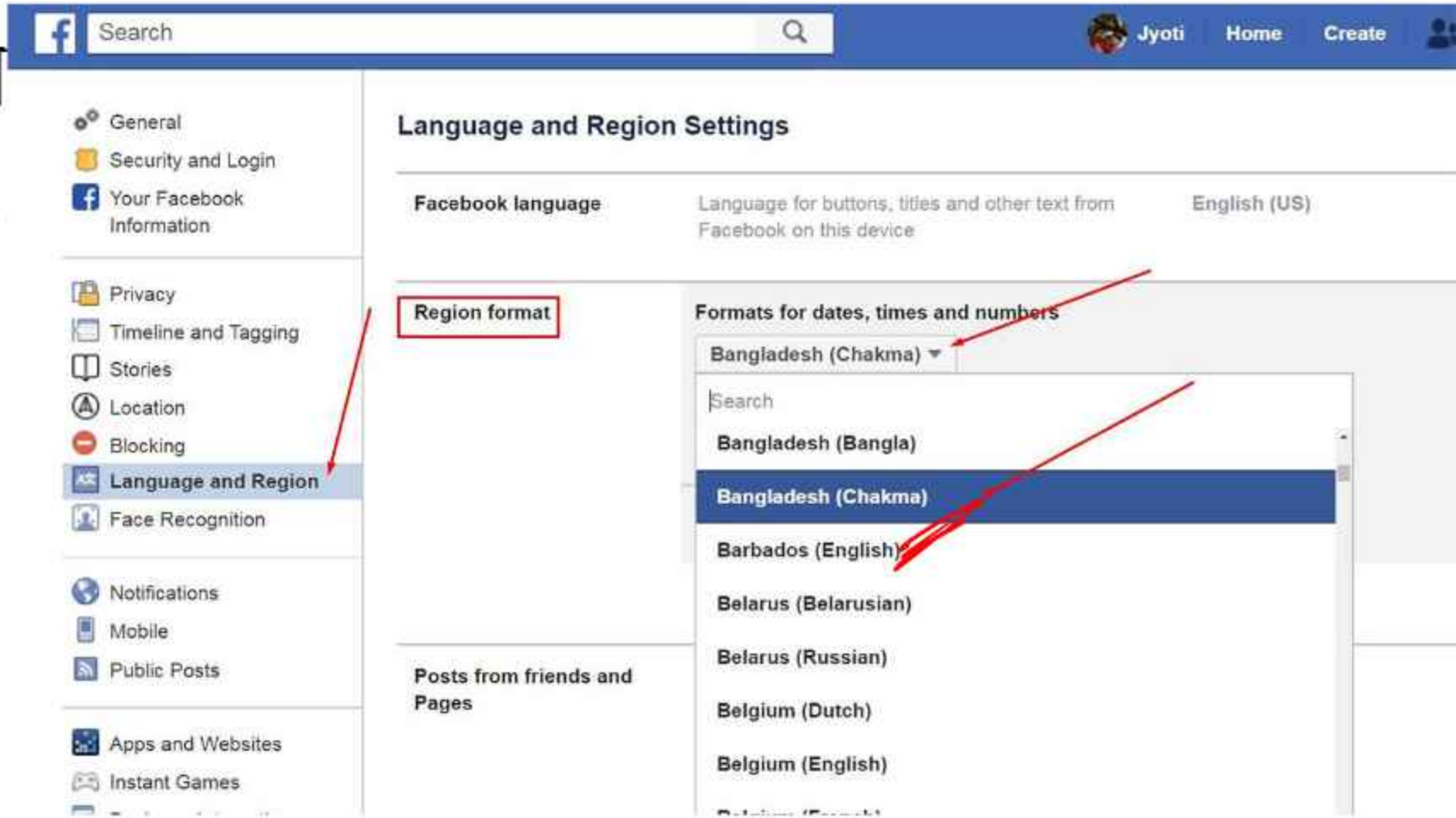

সাঁওতালী:

সাঁওতাল ভাষা আছে। নিজস্ব বর্ণমালা নেই।

দ্বি-ভাষী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী:

সাঁওতাল

মণিপুরী ভাষা:

বিষ্ণুপ্রিয়া/মৈতৈ

মণিপুরী লিপি:

অহমিয়া

গারোদের ভাষা

কু’সিক=ভাষা

আচিক/মান্দি

খাসিদের ভাষা

মনখেমে

ত্রিপুরাদের ভাষা

ককবরক

ওরাঁও ভাষা

কুড়ুখ, সাদ্রি/সারদি

মগদের ধর্মীয় ভাষা

পালি

মাহাতোদের ভাষার

নাম

কুড়মালি

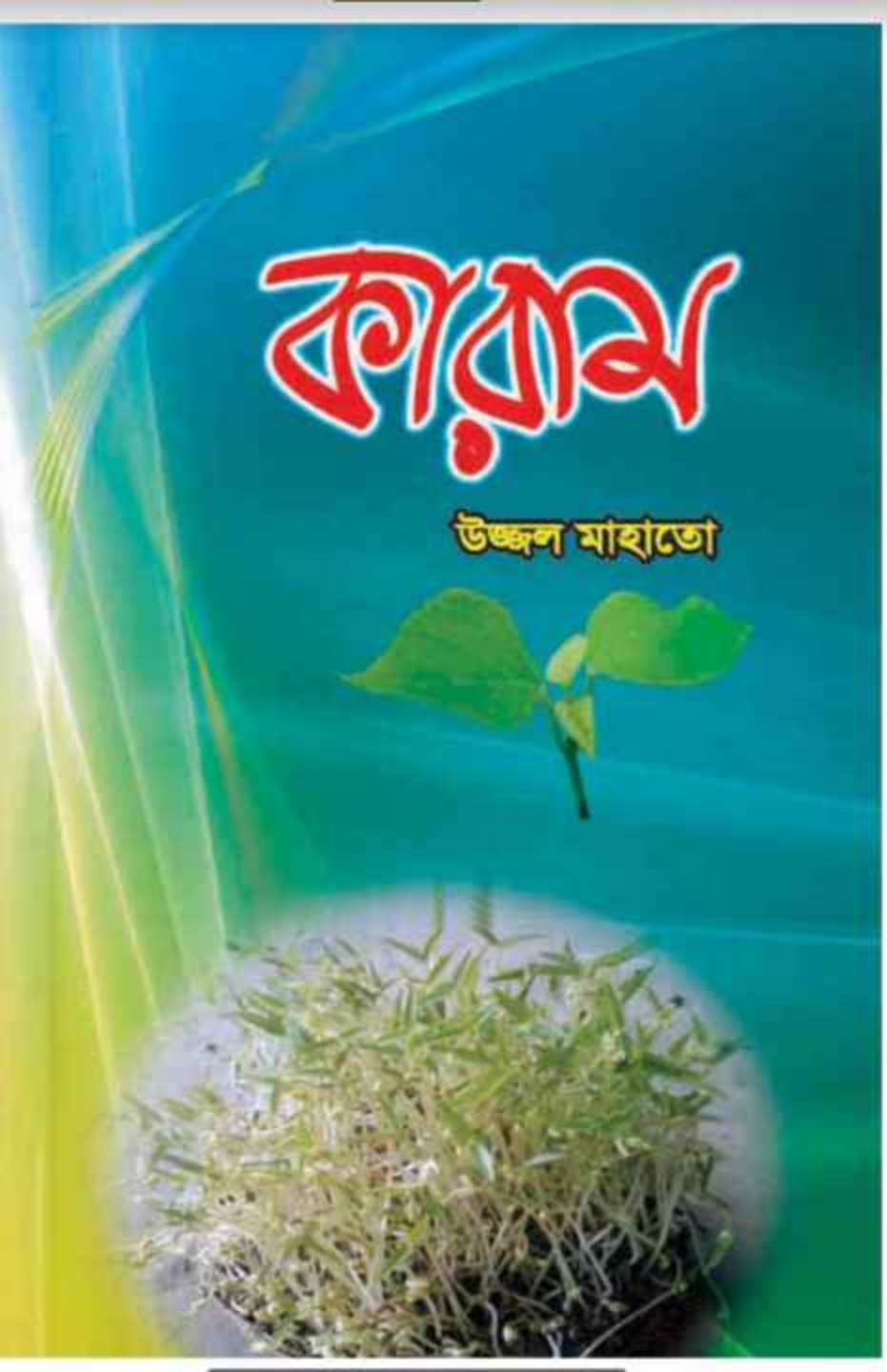

কুড়মালি ভাষায় প্রথম উপন্যাস:

- কারাম
- লেখক: উজ্জ্বল মাহাতো

চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসর নাম – ফেবো

ভাষা

- গারো: মান্দি/আচিক/কুসিক (গামা)
- ওরাও: সারদি/সাদ্রি
- ত্রিপুরা: ককবরক
- খাসিয়া: মনখেমে (খাম)
- মনিপুরি: বিষ্ণুপ্রিয়া
- মগ: পালি (পাম)

সর থেংগারি: চাকমা ভাষায় প্রথম চলচ্চিত্র

ডিরেক্টর - অং রাখাইন

ত্রিপুরা ভাষায় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র – তাক্রিদি

জুম চাষকে ত্রিপুরাদের ভাষায় বলা হয় – হোজ

ত্রিপুরাদের ভোজন অনুষ্ঠান - সামৌং

ইউনেস্কো কোন ভাষাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে?

ম্রো. ভাষাকে

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বই প্রকাশিত: ৫ টি ভাষায়

- চাকমা
- মারমা
- ত্রিপুরা
- গারো
- সাদ্রি

Recap

ধর্ম

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	ধর্ম
মারমা	বৌদ্ধ
চাকমা	বৌদ্ধ
ত্রিপুরা/টিপরা	সনাতন
খাসিয়া	খ্রিস্টান
গাঙন/লাউয়া	ইসলাম
গারো	সাংসারেক/খ্রিস্টান
সাঁওতাল	সনাতন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	ধর্ম
ওঁরাও	জড় উপাসক
কোচ/মাহাতো/নুনিয়া	সনাতন
হাজং	সনাতন
মনিপুরী, ডালু	বৈষ্ণব
রাখাইন	বৌদ্ধ
ম্রো	তোরাই ধর্ম/বৌদ্ধ
সাঁওতাল	সনাতন

উপজাতি উৎসব

উপজাতীয়

বর্ষবরণ উৎসব

বৈসাবি

বৈসুক ,**সাং**গ্রাই ও **বি**জুর আদ্যক্ষর/সংক্ষিপ্ত রূপ বৈসাবি।

বৈসুক

ত্রিপুরাদের

উৎসব

সাংগ্রাই

মারমাদের

উৎসব

বিজু

চাকমাদের উৎসব

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

চাকমাদের উৎসব

বিষু:

তঞ্চংগ্যাদের

উৎসব

বিহু:

অহমিয়াদের

উৎসব

ফাগুয়া: ওঁরাও দের উৎসব

মায়া পিদান ছানি:

কোচদের উৎসব

ওয়ানগালা:

গারোদের উৎসব

হেনেই খিয়াংদের উৎসব

করম: বৃক্ষকে ভালোবাসার উৎসব (মুন্ডা)

জলকেলি রাখাইন দের উৎসব

সোহরাই: সাঁওতাল উৎসব

(ঝুমুর, দোন, ঝিকা হল সাঁওতাল নাচ)

ছিয়াছত: মুরংদের (ম্রো) উৎসব

পহেলা বৈশাখকে চাকমারা বলে

গর্য্যাপর্য্যা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ উৎসব

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	উৎসব
মারমা	সাংগ্রাই
চাকমা	বিঝু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা
ত্রিপুরা/টিপরা	বৈসুক
তঞ্চঙ্গ্যা	বিষু
অহমিয়া	বিহু
গারো	ওয়ানগালা
সাঁওতাল	সোহরাই

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	উৎসব
ওঁরাও	ফাগুয়া
কোচ	মায়া পিদান ছানি
খিয়াং	হেনেই, সাংলান
মুন্ডা	করম
রাখাইন	জলকেলি
মো	ছিয়াছত, চামোনাইত
মণিপুরি	রাস উৎসব (মহা রাসলীলা)

পোষাক

চাকমা নারীদের পোষাক: পিনন ও হাদি (থামি)

চাকমা পুরুষদের পোষাক: ধুতি ও সিলুম (জামা)

মুরংদের পোষাক

ওয়াংলাই

খাসি পুরুষরা পকেট
ছাড়া যে শার্ট ও লুঙ্গি
পরে তার নাম

ফুংগ মারুং

নাপ্পী

- ভাত, শুটকি মাছ, বিভিন্ন মাংস দিয়ে মুরংদের তৈরি সুস্বাদু খাবার

উপজাতিদের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে উপজাতীয় (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে

১০টি

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী (বিরিশিরি,নেত্রকোনা)
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (রাঙামাটি)
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বান্দরবান),
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (খাগড়াছড়ি)
- কক্সবাজার সাংস্কৃতির কেন্দ্র (কক্সবাজার)
- রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি (রাজশাহী)
- মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি (মৌলভীবাজার)
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (হালুয়াঘাট)
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (দিনাজপুর)
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (নওগাঁ)

একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর আছে – চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

- স্বাক্ষর: ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
- স্বাক্ষরকারী: সরকারের পক্ষে সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও পাহাড়ি জনগণের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
- ধারাচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন, বেসামরিকীকরণ ও ভূমি সমস্যার সমাধান

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

চেয়ারম্যান: জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

(প্রতিমন্ত্রীর সমমান)

চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ

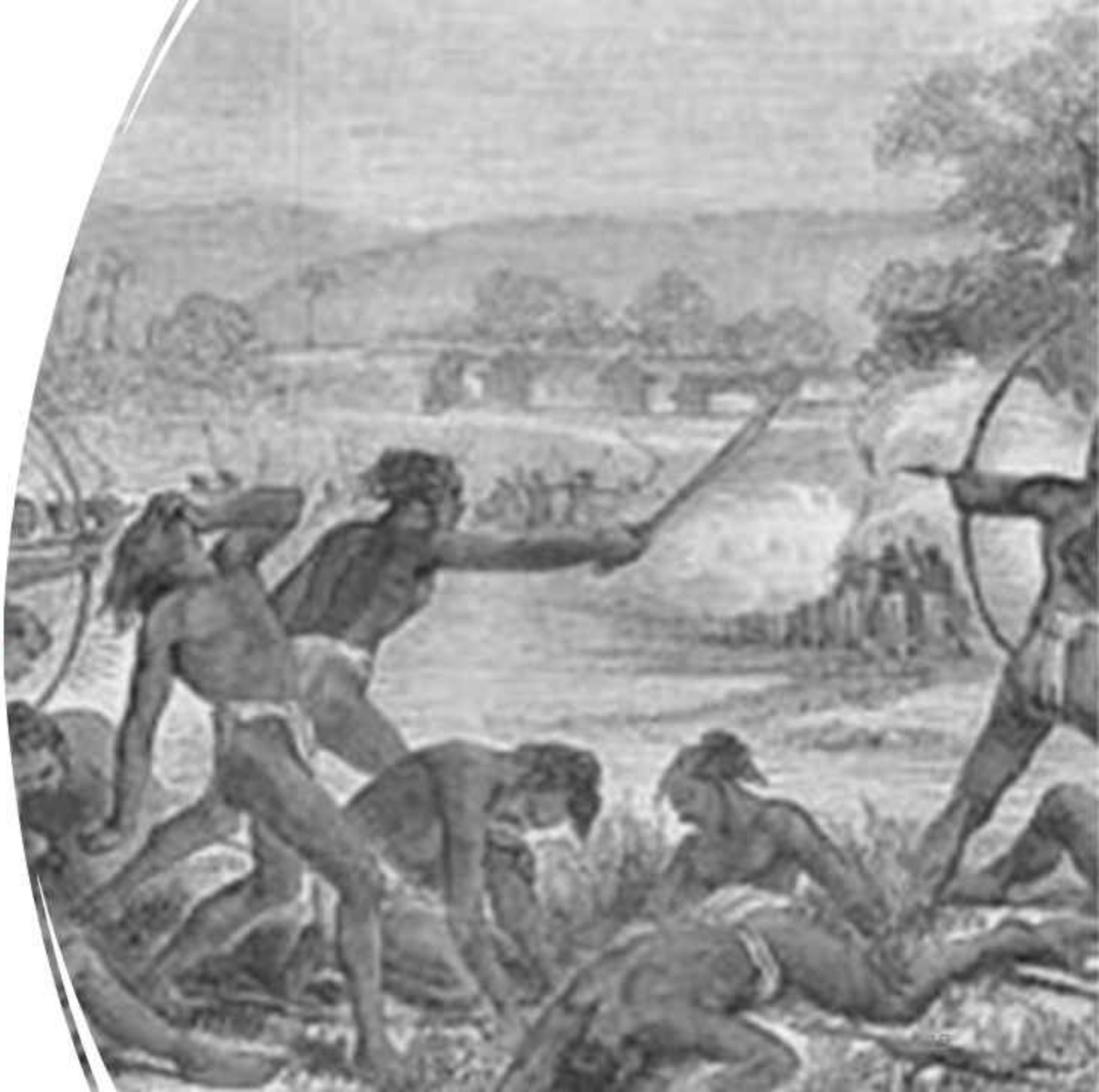

সাঁওতাল বিদ্রোহ

- সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সান্তাল হুল সংঘটিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলায়। ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে।
- আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়: সিধু, কানু, চাঁদ, দৈব

সিধু মুরমু

- সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। সিধু মাঝি নামেও পরিচিত।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এর বিভিন্ন স্থানে টঙ্ক প্রথা চলে আসছিলো। টঙ্ক বলতে খাজনা বুঝানো হতো। কৃষকদেরকে উৎপাদিত শস্যের উপর এই টঙ্ক দিতে হতো। কিন্তু এর পরিমাণ ছিলো প্রচলিত খাজনার কয়েক গুনেরও বেশি।

টংক আন্দোলন করে

হাজংরা

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (চাকমা)

- জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর।

কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি - ৪৫%

জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান – ১১.০২%

কৃষি খাত (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন) শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক যোগান দেয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ফসলের জাত

আলুর উন্নত জাত

- ✓ডায়মন্ড
- ✓কার্ডিনাল
- ✓কুফরী
- ✓সিন্দুরী
- ✓চমক

কলার উন্নত জাত

অগ্নিশ্বর, কানাইবাসি, মোহনবাসি,
বীটজবা,
অমৃতসাগর, মেহেরসাগর,
সিংগাপুরি, বসরাই, চম্পা, করবী

P2A

পাটের উন্নত জাত

সিভিএল, সিভিই,

তোষা

ভুট্টার উন্নত জাত

- ✓বর্ণালী,
- ✓শুভ্রা,
- ✓উত্তরণ (ব্র্যাক উদ্ভাবিত),
- ✓মোহর,
- ✓সুপার সুইট কর্ন

P2A